



## 111836 - মুসলমি খলফি়ার দায়িত্ব গ্ৰহণ পদ্ধতি

প্ৰশ্ন

প্ৰশ্ন: ইসলামী রাষ্ট্ৰ কৰিাবে পৰিচালিত হত? ইসলামৰে প্ৰথম যুগে শাসন পদ্ধতি কিমেন ছিলি?

প্ৰয়ি উত্তৰ

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্ৰশংসা আল্লাহৰ জন্য।

মুসলমি শাসকৰে কৰ্তব্যহচ্ছ- রাষ্ট্ৰীয় বড় বড় পদৰে জন্য যথাপোযুক্ত ব্যক্তদিৰেকে দায়িত্ব দয়ো। অনুরূপভাবে- আলমে সমাজ ও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰে বিশেষজ্ঞঃ ব্যক্তবিৰ্গৰে সমন্বয়ে একটা মজলসি শূরা বা পৰামৰ্শসভা গঠন করা। সাধাৰণ মানুষ বা চাটুকারদৰে এ পৰিষদে স্থান দয়ো উচিত নয়। এটা কৰলে তারা তাদৰে আত্মীয়স্বজন বা দলীয় লোক বা য়ে ব্যক্তি বিশেষি অৰ্থ প্ৰদান কৰবে সসেব লোকদৰে দায়িত্ব দবি।

শাইখ সালহে বনি ফাওয়ান আল-ফাওয়ান বলনে: খলফি়াৰ নীচে যসেব পদ রয়েছে সসেব পদে নিয়োগ দয়োর অধিকাৰ খলফি়াৰ। খলফি়া যোগ্য ও আমানতদাৰ ব্যক্তদিৰে নিৰ্বাচন কৰবনে এবং তাদৰেকে সসেব পদৰে জন্য নিয়োগ দবিনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “নশিচয় আল্লাহ তোমাদৰেকে নিৰ্দেশে দচ্ছনে যারা আমানত ধাৰণৰে যোগ্য তাদৰেকে আমানত দবি। আর যখন মানুষৰে মাঝে ফয়সালা কৰবে তখন ন্যায়ভাবে ফয়সালা কৰবে।” এ আয়াতে কাৰীমাতে শাসকবৰ্গকে উদ্দেশিট করা হয়ছে। আর আমানত দ্বাৰা উদ্দেশ্য হচ্ছ- রাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ব ও পদসমূহ। আল্লাহ তাআলা শাসকৰে কাছে এটাকে আমানত রেখেছনে। যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোককে এসব পদৰে জন্য নিৰ্বাচন করা হলে এ আমানত যথাযথভাবে আদায় হবে। যমেনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁৰ পৰবৰ্তীতে খোলাফায়ে রাশদীন যারা এসব পদৰে জন্য যোগ্য ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন কৰতে সক্ষম তাদৰেকে এসব দায়িত্বৰে জন্য নিৰ্বাচন কৰতনে। বৰ্তমান যামানায় পৃথিবীৰ বিভিন্ন রাষ্ট্ৰে য়ে নিৰ্বাচন পদ্ধতি চালু আছে এটি ইসলামী পদ্ধতি নয়। এসব নিৰ্বাচন বিশৃঙ্খলা, ব্যক্তিগিত পছন্দ, স্বজনপ্ৰীতি ও লোভ-লালসার কন্দৰবন্দি। এসব নিৰ্বাচনে গণ্ডগোল ও রক্তপাত হয়ে থাকে। এভাবে প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হাছলি হয় না। বরং এসব নিৰ্বাচন ভোটবাজাৰে পৰিণিত হয়। যখনে ভোট বচোকনো চলে এবং সব মথিয়া প্ৰপাগান্ডা চলে। সমাপ্ত [দনৈকি আল-জাজরি, সংখ্যা- ১১৩৫৮]

ইসলামী রাষ্ট্ৰৰে রাষ্ট্ৰপ্ৰধান বা খলফি়া তিনিটি প্ৰদধতি কনো একটৰি মাধ্যমে এ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰতে পারনে।



এক: আহলে হলিল ও আকদ এর পক্ষ থেকে মনোনীত বা নির্বাচতি হয়ে। উদাহরণতঃ আবু বকর (রাঃ) এর খলিফত। তাঁর খলিফত আহলে হলিল ও আকদ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর খলিফতের পক্ষে এক্ষমতায় পোষণ করেন, তাঁর হাতে বায়াত করেন এবং তাঁর খলিফতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

অনুরূপভাবে উসমান বনি আফফান (রাঃ) এর খলিফতও এভাবে সাব্যস্ত হয়েছিল। উমর (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করার জন্য শীর্ষস্থানীয় ছয়জন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি পরামর্শসভা গঠন করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান বনি আওফ মুহাজরি ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করলেন। যখন দেখলেন যে, লোকেরা উসমান (রাঃ) কে চাচ্ছে তখন তিনিই প্রথম তাঁর হাতে বায়াত করেন। এরপর ছয়জনকে অবশিষ্ট সাহাবীগণও তাঁর হাতে বায়াত করেন। এরপর মুহাজরি ও আনসারগণ তাঁর হাতে বায়াত করেন। এভাবে আহলে হলিল ও আকদ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর খলিফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুরূপভাবে আলী (রাঃ) এর মনোনয়ন ও নির্বাচনও অধিকাংশ আহলে হলিল ও আকদ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল।

দুই: পূর্ববর্তী খলিফার দ্বারা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে খলিফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলিফা সুনর্দিষ্টভাবে কাউকে তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রতিশ্রুতি দিবেন। এর উদাহরণ হচ্ছে- উমর (রাঃ) এর খলিফত। তাঁর খলিফত আবু বকর (রাঃ) এর দ্বারা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছিল।

তিনি: শক্তি ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে। অর্থাৎ কটে যদি তার অস্ত্র ও ক্ষমতা বলে তাকে মনে নতি মানুষকে বাধ্য করে এবং স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হন সেক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা অপরহিঁর্য, তিনি মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। উদাহরণতঃ কিছু কিছু উমাইয়া খলিফা ও আব্বাসী খলিফা এবং তাদের পরবর্তীতে কিছু কিছু খলিফা এভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। এটি শরিয়ত বিরোধী, বআইনী পদ্ধতি। কারণ অন্যায়ভাবে, জোরজবরদস্তি করে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে। তবে উম্মতের একজন শাসক থাকুক সে মহান কল্যাণের দিক এবং দেশেরে নিরাপত্তা বহিঁনতি হওয়ার মত সাংঘাতিক অকল্যাণের দিক বিবেচনা করে জোরপূর্বক ও অস্ত্রবলে ক্ষমতা গ্রহণকারী আল্লাহর দ্বারা শরিয়ত অনুযায়ী শাসন করলে তার আনুগত্য করতে হবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: যদি কোন লোক বদিরোহ করে ক্ষমতা দখল করে নিয়ে তাহলেও তার আনুগত্য করা মানুষের উপর ওয়াজবি। এমনকি সে ক্ষমতাগ্রহণ যদি জবরদস্তিমূলক হয়; মানুষেরে অসম্মততি হয় তবুও। কারণ সতৌ ক্ষমতা নিয়েই ফলেছে।

এর পক্ষে যুক্তি হচ্ছে- এই যে ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করে ফলেছে তার সাথে যদি ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি করা হয় তাহলে মহা অঘটন ঘটে যাবে। যমেনটি ঘটেছে বনি উমাইয়া রাষ্ট্রেরে। সুতরাং কটে যদি জবরদস্তি করে ও প্রভাব খাটিয়ে করে



ক্ষমতা নিয়ে নিয়ে তাহলে সে খলফি হয়ে যাবে, তাকে খলফি ডাকা হবে এবং আল্লাহর নরিদশে পালনার্থে তার আনুগত্য করতে হবে। সমাপ্ত।[শরহুল আকদি আল-সাফারনিয়্যা, পৃষ্ঠা-৬৮৮]

এ বিষয়ে আরও বসিতারতি, রাষ্ট্রীয় কর্মনীতি ও কর্মরে কাঠামো জানতে পড়ুন আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি আল-শাফয়েি এর ‘আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া’ এবং আবু ইয়ালা আল-ফাররা আল-হাম্বলি এর ‘আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া’ এবং আল-কতিতানি এর ‘আত-তারতবি আল-ইদারয়্যা’। এই গ্রন্থে অতিরিক্ত অনকে জ্ঞান ও তথ্য রয়েছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।